OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 192 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 192 - 199
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' : সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ

ড. মাখন চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : mcroy.ju@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
East-Bengal, post-partition, rural people, capitalist, technique, social analysis, middle-class, socio-economic, religion.

Abstract
Abu Ishaq (1926-2003) is a novelist who has mastered the art of portraying real life in the genre of post-partitional Bengali novels and presents the biographies of rural people with unique characteristics. Standing at a safe distance from the growth of a kind of cheap literature in the capitalist economic climate, he has constructed realistic discourses in the uniqueness of the dispassionate presentation technique. Over a long period of time, Surya-Dighal Bari (1955) and Padma's Polydwip (1985) have earned him the status of a timeless novelist due to his conscious craft of careful analysis of the people's life, well-versed social analysis and complex human psyche. In his novel Surya-Dighal Bari, Abu Ishaq has skillfully depicted the struggle of the helpless people in the rural areas of Bangladesh to survive. The rising middle-class and upper-class people of rural life, their socio-economic, political conditions, reactions to religion and reforms, hunger the dialectical conflict of poverty in this novel depicts the life style with masterful artistry. By combining the East-Bengal tradition with the modern art-literary sense, the novelist Abu Ishaq is distinguished in the fiction of Bangladesh for his deep life vision, social-scientific and personal talent.

Discussion

বিভাগোত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় যথার্থ বাস্তব জীবনের রূপায়ণের পারঙ্গমতায় ঋদ্ধ ও অনন্য প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে গ্রামীণ প্রাকৃতজনের জীবনালেখ্য চিত্রায়নে সিদ্ধহস্ত শিল্পী আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক আবহে এক ধরনের সস্তা সাহিত্যের বাড়-বাড়ন্তের নিশ্চিত দূরত্বে স্থিতধী থেকে তিনি বাস্তবমুখী কথামালা নির্মাণ করেছেন নিরাবেগ উপস্থাপন কৌশলের অনন্যতায়। দীর্ঘকাল ব্যবধানে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) এবং *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৫) মাত্র দুটি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে কথাশিল্পীর সূক্ষ্ম জীবনদৃষ্টি, সুনিপুণ সমাজ-বিশ্লেষণ ও জটিল মানব মনস্তত্ত্বের চুলচেরা সমীক্ষণের সচেতন কারুকৌশলের কৃতিত্বে তিনি কালজয়ী ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। আবু ইসহাক তাঁর *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সহায় সম্বলহীন নিরন্ন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার অনমনীয় সংগ্রামের চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ জীবনের উঠতি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের নিজস্ব জীবন বলয়ের আনন্দ-বেদনা, স্নেহ-ভালবাসা, হিংসা-রিরংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলোর সমন্বয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা,

ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অত্যাচার-অনাচার, ক্ষুধা-দারিদ্র্যের দ্বান্দ্বিক সংঘাতে বহমান জীবনধারা এই উপন্যাসে নিপুণ শিল্পোৎকর্ষে বিন্যস্ত হয়েছে। পূর্ব-বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক শিল্প-সাহিত্য বোধের সমন্বয় ঘটিয়ে কথাশিল্পী আবু ইসহাক বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গভীর জীবনদৃষ্টি, সূক্ষ্ম সমাজ-সন্ধিৎসা ও স্বকীয় প্রতিভার প্রাতিস্বিকতায় বিশিষ্ট।

সূর্য-দীঘল বাড়ী কথাশিল্পী আবু ইসহাকের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রামীণ মুসলিম সমাজ এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের পর্যুদস্ত জীবন সংগ্রামের বাস্তব করুণালেখ্য। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষপীড়িত নিম্নবিত্ত ও নির্বিত্ত জনজীবনের হতাশা-ব্যর্থতা, দুর্দশা-লাঞ্ছনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার টানাপড়েনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনি। বিভাগোত্তর কালে সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত সুখ-সচ্ছলতার অচরিতার্থতাজাত স্বাধীনতার গ্লানিময় চালচিত্রও স্থান পেয়েছে উপন্যাসটির আখ্যানে। কাহিনি গড়ে উঠেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত একটি নিঃস্ব পরিবারের আশ্রয়হীন দুঃসহ জীবনবাস্তবতার করুণ আবহে। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিরূপ প্রতিবেশে এবং ধর্মীয় গোড়ামির প্রশ্রয়ে তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত ভাগ্যাহত জীবনে বিরোধী সামাজিক ও ধর্মীয় অপশক্তির নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নিম্নবর্গীয় জীবনের অর্থনৈতিক সংকট ও সংগ্রাম, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মব্যবসায়ীদের নিষ্প্রাণ ধর্মাচার, মহাজনী শোষণ, গ্রামপ্রধানের উৎপীড়ন ও কামনা, বিকৃত শঠতা, ঝাড়-ফুঁক ও তন্ত্র-মন্ত্রের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি গ্রামীণ সমাজজীবনের অজস্র বাস্তবচিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে *সূর্য-দীঘল বাড়ী*তে অঙ্কিত হয়েছে।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ছায়াপাত ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিপর্যয়কর অবস্থা, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগ প্রভৃতি ঘটনা গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামে যে সংকট, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছেন এ উপন্যাসে তা প্রেক্ষাপট হয়ে এসেছে।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে আমূল বদলে যাওয়া বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সৃষ্টি হয়েছিল এক সর্বগ্রাসী সংকট। অবিভক্ত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও তার করাল ছায়া পড়েছিল। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ গ্রামীণ সমাজের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দেয়। দুর্ভিক্ষ-তাড়িত মানুষ একমুঠো খাবারের আশায় ও জীবিকার সন্ধানে গ্রামের ভিটে মাটি ত্যাগ করে দলে দলে শহরে ভিড় জমায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। এ দুর্ভিক্ষ গ্রামবাংলার সমাজ জীবনে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। একদিকে মানবতা বিপন্ন হয়, অন্যদিকে কালোবাজারি, মজুদদারি সহ নানা অসৎ পন্থায় মুষ্টিমেয় লোক অর্থ ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ক্ষুধাতাড়িত মানুষ বিত্তবানদের বাড়ি থেকে ডাস্টবিনে ফেলা উচ্ছিষ্ট খাবারের জন্যে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের শুরুতেই কাহিনির পটভূমি হিসেবে এই অবস্থার চিত্র এসেছে -

> "অনেক আশা, ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুদদারদের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরোজার উপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।"[২]

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই গ্রামীণ সমাজের পশ্চাৎপদ মানসিকতা, ভৌতিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিচয় রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ি হল 'সূর্য-দীঘল বাড়ী', এমন বাড়ি মাত্রই অপয়া। এমন বাড়িতে মানুষ বাস করতে পারে না। কেউ বাস করলে তার বংশ ধ্বংশ হয়ে যায়, বংশে বাতি দেওয়ার লোক থাকে না। মঙ্গলকামীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে খাদেম এ বাড়িতে বসবাস শুরু করার পর বর্ষাকালে তার দুই ছেলে পানিতে ডুবে মারা যায়। তার বংশ নির্বংশ হওয়ার পালা শুরু হয়েছে ভেবে সাত দিনের মধ্যে ঘর দুয়ার ভেঙে সে অন্যত্র উঠে যায়। পরিত্যক্ত এই বাতির চারপাশে আম, তেতুল, শিমুল, গাবগাছ এবং বাঁশের ঝাড়ে ভূত-প্রেতের আড্ডা বলে সবাই বিশ্বাস করে। এ সম্পর্কে কিছু জনশ্রুতিও প্রচলিত -

> "সন্ধ্যার পর গদু প্রধান সোনাকান্দার হাট থেকে ফিরছিল। তার হাতে এক জোড়া ইলিশ মাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ীর পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পায় না অই পরধাইন্যা, মাছ দিয়ে যা! না দিলে ভাল অইব না। প্রথমে গদু প্রধান ভ্রূক্ষেপ করেনি। পরে যখন পায়ের কাছে ঢিল পড়তে শুরু করে তখন তার হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে যায়। সে আউজুবিল্লা পড়তে পড়তে কোন রকমে বাড়ি এসেই অজ্ঞান।"[৩]

সূর্য-দীঘল বাড়ী নিয়ে এ জাতীয় উদ্ভট গল্পের নেপথ্যে এক শ্রেণির ভণ্ড পীর-ফকিরদের স্বার্থ ও শোষণ প্রক্রিয়া সক্রিয়। তাই সূর্য-দীঘল বাড়ীর মতো ভয়ঙ্কর বাড়িও বাসযোগ্য হয়ে ওঠে ফকির জোবেদ আলীর 'ধূলাপড়া' আর বাড়ির চারকোনে চার 'আলীশান পাহারাদার তাবিজে'র দৌলতে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য উপন্যাসে বেশিক্ষণ অপ্রকাশিত থাকে না। যখন সে জানায় -

> "বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চারজন এইবার রাইখ্যা গেলাম হেইগুলা কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিন রাইত ভূত পেত্নীর লগে যুদ্ধ করা কি সোজা কথা।"[৪]

সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার এবং ফকিরদের ভণ্ডামীর আড়ালে লুক্কায়িত অর্থলোলুপতা ও কামচেতনাকে বাস্তবানুগ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভেলকিবাজির অসারতাকে প্রমাণ করেছেন সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভৌতিক অত্যাচার রহস্যের নায়ক গদু প্রধানকে করিম বক্সের হাতে ধরিয়ে দিয়ে। শুধু তাই নয় জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত জয়গুনকে 'বেপর্দা আওরাত' ঘোষণা করে এবং নামমাত্র 'তওবার' মাধ্যমে জায়েজ করে মোল্লা-মৌলবীদের ধর্মের কাছে ফতোয়াবাজিকেও উন্মোচিত করেছেন তিনি। অসুস্থ কাসুর ভূতে পাওয়া রোগের ফকিরি চিকিৎসার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে 'আড়াই গণ্ডা শবরী কলা', 'গজার মাছ' ও 'পাঁচ সের মিহিন চাল' আদায়ের রহস্য উন্মোচন করে গ্রামবাংলার ভণ্ড দিদার বক্সদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। মৃতপ্রায় কাসুকে রমেশ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করিয়ে সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার পথ নির্দেশ করেছেন।

গ্রামীণ কুসংস্কারে বিশ্বাস সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে কাসুর চিকিৎসায়। গ্রামীণ ভণ্ড ফকিরদের দৌরাত্ম্য যে কত মারাত্মক এবং দুরপনেয়, তা ফকির দিদার বক্সের ভণ্ড কেরামতি এবং উন্মত্ততা শিশু কাসুকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছে। তার মতে কাসুকে ভূতে পেয়েছে এবং ভূত তাড়ানোর জন্য সে গ্রহণ করেছে আদিম এবং অমানবিক পন্থ—

> "ন্যাকড়া দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ফকির তার এক প্রান্ত ডুবিয়ে ধরে তেলভরা ঝিনুকের মধ্যে। তারপর বাতির শিখার ওপর দড়ির তেল মাখান মাথাটা পোড়া দেয়। দড়ির প্রান্ত থেকে যখন ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে তখন ফকির কুণ্ডলায়িত ধোঁয়াসহ গরম প্রান্তটা কাসুর নাকের মধ্যে বারবার প্রবেশ করিয়ে দেয়।"[৫]

যন্ত্রণায় কাসু চিৎকার করে ওঠে – কোমরটা বিছানা থেকে উঁচু হয়ে ওঠে। সে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এতেও যখন কিছু হয় না তখন ফকির 'ওস্তাদ শেখ ফরিদের নামে' রাতে বৈঠক দিয়ে ভূত তাড়ানোর চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বন করে। মোমবাতি অগরবাতি জ্বালিয়ে 'জিকির' করে মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করে এবং মোটা 'ভোগের' বিনিময়ে ভূত তাড়ানোর কেরামতি করে। ভূত ছেড়ে গেলে ফকির 'সাত পুকুরের পানি' দিয়ে গোসল করানোর নির্দেশ দেয়।

সমকালীন গ্রামীণ সমাজের বহুবিবাহ, তালাক প্রথা, বাল্যবিবাহ, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর প্রতি অবহেলা ও নির্যাতনের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। এ সমস্ত বিষয়গুলির বাস্তবোচিত চিত্রায়নে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন করেননি লেখক। চার স্ত্রীর স্বামী গদু প্রধানের আবারো বিয়ের জন্য জয়গুনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো, করিম বক্সের প্রথম স্ত্রীর হত্যা ঘটনা, মায়মুনের বাল্যবিবাহ, স্বার্থান্ধ শ্বশুর বাড়ি থেকে 'ঝির কুইট্যার মাইয়া' বলে লাঞ্ছিত করে মায়মুনাকে তাড়িয়ে দেওয়া, যৌতুক প্রসঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা আমাদের পরিচিত গ্রামীণ সমাজের চিরন্তর জীবনবাস্তবতারই প্রতিনিধিত্ব করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 192 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমসাময়িক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন পড়েছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। দেশ-বিভাগের ফলে গ্রামবাংলার বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার আবহমান কালের সম্পর্কে চিড় ধরা ও দেশ থেকে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে রমেশ ডাক্তার ও তার স্ত্রীর মধ্যেকার মত পার্থক্যের চিত্রে। স্বাধীনতা অর্জনের পর সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। ডাক্তারের স্ত্রী পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই দেশ ত্যাগে রাজি নন। স্বামী-স্ত্রীর এই বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীর আশঙ্কার জবাবে রমেশ ডাক্তার বলেন—

> "এসব বাজে কথা রাখ। এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি? কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না, দেখে নিও। ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না— সবাই বুঝতে পেরেছে। এখন হুজুগে মেতে অনেকেই ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাদের টাকা নেই তারাও যাচ্ছে। অনেকে বাড়িঘর বিক্রি করে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না কিসের নেশায় যাচ্ছে এরা। আমাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু-মুসলমান। আপন জনের মত কত যুগ ধরে কাটিয়েছি এ মাটিতে।"[৬]

সমাজ-সচেতন শিল্পী আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে দেশ-বিভাগ অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী কালপর্বে পূর্ববাংলার ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের আচ্ছন্ন গ্রামের সামাজিক পরিবেশ ও সমাজ মানসকে চিত্রিত করেছেন। মন্বন্তরের পটভূমিতে ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের গ্রামের যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন সেখানে ছিন্নমূল অসহায় চাষী পরিবারের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার-ধর্মচিন্তা, পশ্চাদপদতা-স্বার্থপরতা, সহানুভূতি-গ্লানি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। নিরুপায় জয়গুন ও শফীর মা ছেলে মেয়েদের নিয়ে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ওঠার আগে এ বাড়িকে দোষমুক্ত ও মন্ত্রপূত করে নেয় ফকির জোবেদ আলীর সহায়তায়। বাড়িটির চারকোণে চারটি তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয় -

> "এই বার চউক বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধুলাপড়া দিয়া ভূত পেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোনায় চাইড্যা আলীশান আলীশান পাহারাদারও রাইখ্যা আইছি। সব আপদ-বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাড়ীর সীমানার মইদ্যে ভূত পেত্নী, জিন-পরী, ব্যারাম আজাব কিছু আইতে পারব না।"[৭]

সংবেদনশীল কথাকার আবু ইসহাক গ্রামের নিরীহ মানুষের বিশ্বাসের পাশাপাশি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ভণ্ড জোবেদ আলী ফকিরের অর্থলোলুপতা ও কামাসক্তি দেখিয়ে তিনি তার ফকিরগিরির অসারত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সূর্য-দীঘল বাড়ী সম্পর্কে লোকের অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উপন্যাসের শেষের দিকে, প্রতিহিংসাপরায়ণ গদু প্রধানের চক্রান্তে রাতের বেলায় এই বাড়িতে গোপনে ঢিল ছোঁড়ার ঘটনায়। লেখক দেখিয়েছেন স্বার্থলোভী মানুষের নিজেদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নানা উদ্ভট কাহিনি সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত সূর্য-দীঘল বাড়ী নিয়ে লোকের সাধারণ বিশ্বাসই জয়গুনের জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ওই বাড়িকে নিয়ে ভূত-পেত্নীর কোনো খেলা না থাকলেও গদু প্রধানের মতো সমাজপতিদের কারসাজিতে জয়গুনেরা বাড়ি ছাড়া হতে বাধ্য হয়। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের চিত্র অঙ্কন সূত্রে সমাজজীবনের অন্য একটি দিক ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম অনেকটা লৌকিক বিশ্বাস ও লোকাচারের পর্যায়ভুক্ত। বাড়িতে পোষা হাঁস ডিম পাড়তে শুরু করলে প্রথম দিনের ডিম জুমার নামাজের দিনে মসজিদে পাঠিয়ে দেয় জয়গুণ। কিন্তু মোল্লাতন্ত্র সেখানে নিজেদের ইচ্ছা মতো তৈরি করেছে বিধি নিষেধের বেড়াজাল। গ্রামীণ সমাজপতিরা জয়গুনের মতো নিঃস্ব দরিদ্র অসহায় নারীকে বাঁচার জন্য সহায়তা না করে পর্দার মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়। জয়গুন পর্দানশীন নয়- এই অজুহাতে ইমাম সাহেব এই ডিম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। গ্রামজীবনে মোল্লাতন্ত্রের ধর্মীয় বাঁধন এত শক্ত যে, জয়গুনের মতো নিঃস্ব অসহায় রমণীও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় নারী জয়গুন সন্তানদের বাঁচাবার তাগিদে নিজে উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছে- এটা দেখে মোল্লা-মৌলবী ও সমাজপতিদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগে না, বরং ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা বিবেচনা করে তারা খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। মেয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 192 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মায়মুনের বিয়ের আসরে মৌলবী ওয়াজ করে জানায় যে, 'বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী এক সমান'। সমাজপতি ও মৌলবীরা জয়গুনকে তাই জানায়, তত্তবা করে দোষ না খণ্ডালে এবং বেপর্দা চলা বন্ধ করার অঙ্গীকার না করলে মেয়ের বিয়ে হবে না। জয়গুণ জানে, তওবা করার অর্থ ঘর থেকে আর বের না হওয়া এবং না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা। তা জানা সত্ত্বেও নিরুপায় জয়গুন নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে চিত্রিত যে ধর্মীয় পরিমণ্ডল তাতে পশ্চাদপদ আচার-আনুষ্ঠানিকতা ও প্রথানুগত্য বেশি। গ্রামের সাধারণ মানুষ অসুখ-বিসুখে শরণাপন্ন হয় ফকির দরবেশের। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্তে বরং তাবিজ, দোয়া পড়া, পানি পড়া ও ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির মাধ্যমে তারা রোগ-বালাই দূর করতে প্রয়াসী। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে অসুস্থ কাসুর চিকিৎসার জন্য পাগলা দিদার নামে পরিচিত দিদার বক্সের শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনায়। দিদার বক্স জানায়- কাসুকে ভূতে ধরেছে। ভূত তাড়ানোর জন্য সে যে আদিম ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাতে গ্রাম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরুষশাসিত গ্রামসমাজে পুরুষের হাতে নারী যে কতটা অসহায় তা এ উপন্যাসে নানা ভাবে দেখানো হয়েছে। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর জয়গুনের দ্বিতীয় বিবাহ, বিনা কারণে করিম বক্স কর্তৃক জয়গুণের তালাক দেওয়া, করিম বক্সের একাধিক বিবাহ, গদু প্রধানের ঘরে চার স্ত্রী থাকার পরও জয়গুণকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রদান ইত্যাদি অনগ্রসর গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থারই পরিচয় বহন করে। দশ বছরের মায়মুনের সঙ্গে পঁচিশ বছরের ওসমানের বিয়ে এবং বিয়ের পরপরই মায়মুনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নির্মমভাবে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারগুলিতে হৃদয়হীন শ্বশুরবাড়ির নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুন নিপীড়িত মানুষদের একজন। গভীর আত্মপ্রত্যয়ে জীবন শুরু হয়ে সহায়সম্বলহীন জয়গুন সারাজীবন সামাজিক ও আর্থিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। দুর্ভিক্ষকবলিত দিন কাটিয়ে গ্রামে ফেরার কালে তার অবস্থা ছিল সর্বশূন্য। গ্রামের লোক যেখানে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ভয়ে বসবাস করে না, প্রথমেই সে সিদ্ধান্ত নেয় সেই বাড়িতে বসবাসের। এরপর জয়গুন তার দিকে অসৎ উদ্দেশ্যে আগুয়ান জোবেদালী ফকিরকে চুনের ঘট ছুড়ে তার অসদাচরণের প্রত্যুত্তর দেয়। জীবিকার তাগিদে গ্রামসমাজের পর্দা অস্বীকার করে জয়গুন 'মোড়লের ধান ভানে, চিড়া কোটে, ঘর লেপে দেয়'। এতে ক্ষিপ্ত হয় গ্রাম সমাজের হোতারা, তারা জয়গুনকে 'বেপর্দা আওরত' আখ্যা দেয়। বেঁচে থাকার সংগ্রাম জয়গুনের মধ্যে আত্মসচেতনতা জাগায় অনুশাসনকে অবহেলা করে সে গ্রাম থেকে মফস্বলে চাল বিক্রয় করে। 'লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে' আর 'ধর্মের অনুশাসন' ভুলে সে নিজের উপার্জনের অন্ন তুলে দেয় সন্তানের মুখে। জীবিকা অন্বেষণে জয়গুনের ঘরের বাইরে বেরোনোকে অনুমোদন দিতে নারাজ গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। মায়মুনের বিয়ের অনুষ্ঠানে গ্রামের মৌলবি ও জমিদার এক হয়ে জয়গুনের ওপর প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিলে জয়গুন প্রথম দিকে ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও আত্মজার মঙ্গলের কথা ভেবে প্রায়শ্চিত্তে সম্মত হয়। সংগ্রামশীলতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যেও বোধ জয়গুণের মধ্যে যে আত্মসম্মান বোধের জন্ম দিয়েছিল, তাতে সে হয়ে উঠেছিল সর্বংসহা। প্রবল অন্নকষ্টের মধ্যে থাকা অবস্থায় সে তার প্রথম পক্ষের ছেলে অসুস্থ কাসুর শয্যাপাশে গেলেও পূর্বতন স্বামীর বাড়ির খাবার স্পর্শ করে না। জয়গুণকে তালাক দেওয়া করিম বক্স তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে জয়গুণ সে প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে। একইভাবে গ্রামের জমিদার গদু প্রধানের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেয় সে। সর্বশেষে অভাবের তাড়নায় জয়গুণ তার প্রতিশ্রুত প্রায়শ্চিত্তকে অস্বীকার করে পুনরায় বেরিয়ে পড়ে জীবিকার অন্বেষণে। গ্রামজীবনের অমানবিক আচরণ, ধর্মনিয়ন্ত্রিত পর্দা, দুর্বৃত্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ ছেড়ে সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে সে যাত্রা করে অজানার উদ্দেশ্যে। পর্দার সংকীর্ণতা ছেড়ে জয়গুণের অবারিত পৃথিবীর দিকে পা বাড়ানোর প্রতীকে আত্মনিয়ন্ত্রিত নারীর নিজের জীবনের ভারকে কাধে তুলে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের জয়গুন চরিত্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসের সর্বজয়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* (১৯৩৫) উপন্যাসের শ্যামা এবং শওকত ওসমানের *জননী* (১৯৫৮) উপন্যাসের দরিয়া বিবি চরিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। প্রতিটি চরিত্রই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মহত্বে, স্নেহে, মমতায় ও জীবন সংগ্রামের মহিমায় অনবদ্য। সামাজিক ও ধর্মীয় নানাবিধ অমানবিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চরিত্র জয়গুণ। এ সংগ্রামের পথে তার যে অভিযাত্রা, তা শুধুই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নির্মমতা থেকে রক্ষার জন্যে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যই তাকে পথে নামিয়েছে। সবকিছু ছাড়িয়ে মানুষের নিষ্ঠুর আচরণ, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মূল্যহীনতা, সমাজের রুক্ষতা

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 192 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ও হৃদয়হীনতা তাকে আরও বাধার ও নির্মম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। যে কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা, ধর্মীয় গোড়ামি ও অন্ধতা এবং শাসন-শোষণ সেই আদিকাল থেকে আরব্য উপন্যাসের বৃদ্ধের মতো চেপে আছে গ্রামীণ সমাজমানসে তার জীবন্ত চিত্র এবং এ সকলের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ *সূর্য-দীঘল বাড়ী*।

পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে দরিদ্র নিরক্ষর বাঙালি গ্রামবাসীর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। এ গ্রন্থের প্রথম দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে হাসুদের গ্রামে একটি রেলগাড়ি আসার বিবরণ পাওয়া যায়। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে একটি নিশান পৎপৎ করে উড়ছিল। গাঢ় সবুজ রঙের পতাকার মধ্যখানে চাঁদ-তারা অঙ্কিত। গাড়ির ভেতরের যাত্রীদের উল্লাস-চিৎকারে পরিবেশ ছিল মুখরিত। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছতেই সে আনন্দ আরো ঘনীভূত হতে থাকে। উপন্যাসে বর্ণনাটি এরকম—

> "আজাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ!
> কায়েদে আজম জিন্দাবাদ!
> হাসুর গা রোমাঞ্চিত হয় আনন্দে। সে চেয়ে থাকে। গাড়ীর প্রত্যেকটি লোক আনন্দ-চঞ্চল। অনেকের হাতেই নিশান। বাইরে মুখ বাড়িয়ে নিশান নেড়ে তারা চিৎকার করছে। প্রত্যেক কামরায় ঐ একই আওয়াজ।
> হাসু হাত উঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে আওয়াজ তোলে ঐ সাথে, মানুষের বিরাট মিছিল চলছে শহরের রাস্তা দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ছেলে বুড়ো সবাই আছে মিছিলে।"[৮]

শ্রেণি-সংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনা অঙ্কনে আবু ইসহাকের বিশেষ শিল্পদৃষ্টির পরিচয় মেলে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বাস্তব পরিবেশ চিত্রিত করতে অসহায় বিত্তহীন স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুন তার সন্তান হাসু-মায়মুন, ভাইপো শফি ও শফির বিধবা মায়ের জীবন সংগ্রামের কারুণ্যকে অগ্রবিবেচ্য রেখেছেন লেখক।

> "নিম্নবিত্ত ও নির্বিত্ত শ্রেণির মানুষের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব, মোল্লাদের নির্যাতন-উৎপীড়ন, মধ্যযুগ সুলভ কুসংস্কার ও মোল্লাদের দৌরাত্ম্য, অধিক বয়সী পুরুষের সঙ্গে বালিকার বিয়ের কুফল, হৃদয়হীনা শাশুড়ীর অত্যাচার, গ্রামের লোকদের নিরক্ষরতা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে এটি বাংলাদেশের বাস্তব গ্রামীণ জীবনচিত্র।"[৯]

নির্যাতন ও বঞ্চনাক্লিষ্ট জীবন সংগ্রাম উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামবাসীর মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগাতে না পারলেও তা যে পাঠক হৃদয়ে যাতনার প্রাবল্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল তার যথেষ্ট প্রমান উপন্যাসের শব্দমালায় অন্তঃশীলার মতো প্রবাহিত।

> "শ্রেণি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধকরণ কিংবা তার স্বরূপ চিত্রণ আবু ইসহাকের অভিপ্রেত নয়; তাঁর দৃষ্টি মূলত নিবন্ধ শ্রেণিগত জীবন সত্য প্রকাশে এবং অনাগত সংগ্রামের পটভূমি নির্মিতি প্রয়াসে।"[১০]

অবদমিত কিন্তু অনিবার্য সংগ্রামের ভিত তৈরি হয়েছে এ উপন্যাসের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চেতন বিলোড়লে।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং নতুন ভৌগোলিক পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কথাসাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে গ্রামীণ জীবনের আলেখ্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। আবু ইসহাক দীর্ঘদিনের জীবন অভিজ্ঞতা এবং জীবন সমীক্ষার সমান্তরালে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবচিত্র কুশলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও স্বপ্নভঙ্গ, দুর্ভিক্ষপীড়িত বিপন্ন মানুষের জীবনসংগ্রাম আর মূল্যবোধ বিনষ্টির নানা মাত্রাভেদ *সূর্য-দীঘল বাড়ী*র প্রতিপাদ্য। জীবনমুখী শিল্পী আবু ইসহাক জীবন অন্বেষার এই বাস্তব রূপকে প্রতিভাত করেছেন অকৃত্রিম বিশ্বস্ততায়। মানবসৃষ্ট অস্তিত্ববিনাশী আর্থ-সামাজিক কাঠামো জীবন সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে জাগ্রত চেতনার মানবিক বিকাশ ও আর্তি থেকে উত্তরণের প্রয়াস এ উপন্যাসের আদ্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। *সূর্য-*

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 192 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দীঘল বাড়ী উপন্যাসে অস্তিত্বের মৌলদাবী পূরণের তাগিদে যে জন্য রাতে নিজ পরিসর গ্রাম পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়েছিল শহর অভিমুখে, নগর জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় রক্তাক্ত-বিপন্ন, নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে তারা পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছে।

> "বহমান সময়ের পটপরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই জীবন অন্তর্গত মানুষের অস্তিত্ব-সংগ্রামের ভয়াল রূপ চিত্রিত করেছেন আবু ইসহাক। কিন্তু জীবনকে সর্ব আয়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন ও রূপায়ণে তিনি সর্বাংশে সফল হননি। কিন্তু জীবন নির্বাচনে সমকাল মনস্কতা এবং রূপায়ণে বস্তুনিষ্ঠ নিরাসক্তি এ উপন্যাসকে নবতাৎপর্যে অভিষিক্ত করেছে।"[১১]

সমাজবাস্তবতার অনিবার্য পরিণতিতে উন্মূলিত 'অসহ্য' জীবন থেকে পরিত্রাণ লাভের স্বপ্ন নিয়ে জয়গুন গ্রামে ফিরেছিল। কিন্তু অপশক্তি নিয়ন্ত্রিত সমাজ, সমাজপতির রিরংসাতাড়িত কুদৃষ্টি, কুসংস্কার-আচ্ছন্ন সমাজের ভয়াবহ শাসন জয়গুনের জীবনান্বেষার পথকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পূর্বতন স্বামী করিম বক্সের আচরণে দৃঢ় মনোবল দেখালেও তার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু চৈতন্যমূলেও জয়গুনকে উন্মূলিত করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় পুনরায় সূর্য-দীঘল বাড়ী ত্যাগ করা ছাড়া জয়গুনের কোনো গত্যন্তর ছিল না। এই কাহিনি-কাঠামোর মধ্যে আবু ইসহাক দেশ-বিভাগ, মন্বন্তর, অস্তিত্ব-বিনাশী সামন্ত সমাজব্যবস্থার বিচিত্র প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রামজীবনের আপাত-স্থবিরতার মধ্যে বহমান দ্বন্দ্বসংকুল গতি অনুধাবনপূর্বক বাস্তবানুগ জীবনরূপায়ণে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের উজ্জ্বল প্রান্ত।

দেশবিভাগ-পরবর্তীকালের এক অনিকেত সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের মননশীল কথাকার আবু ইসহাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দেশবিভাগের অনিবার্য অস্থিতিশীল পরিবেশে তাঁর সাহিত্য-ভাবনা বিম্বিত। দুর্ভিক্ষের নির্মম বাস্তবতা, উন্নয়ন পরিকল্পনার স্থবিরতা আর সামাজিক অবক্ষয়জাত হতাশা আবু ইসহাকের শিল্পীমানসে বিচিত্র পরিসরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর কথাসাহিত্যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট, নিষ্প্রাণ আচার, কুসংস্কার, মাতব্বরের উৎপীড়ন আর অত্যাচারের বাস্তবানুগ অবয়বে সামূহিক দৈন্য ও হতাশার প্রাণবন্ত গল্পকথা নির্মিতি পেয়েছে। তেরোশ পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাচল্লিশের দেশভাগ, স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, দুর্ভিক্ষপীড়িত উন্মূল মানুষের জীবন-সংগ্রাম আর মূল্যবোধ ও চরিত্র বিনষ্টির বিচিত্র রূপ *সূর্য-দীঘল বাড়ী*র প্রতিপাদ্য। অকৃত্রিম বিশ্বস্ততায় লেখক জীবন-অন্বেষার এই বাস্তব রূপকে প্রতিভাত করেছেন। মানবসৃষ্ট অস্তিত্ববিনাশী আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় জীবন-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে জাগ্রত চেতনার মানবিক বিকাশ ও আর্তি থেকে উত্তরণের উপাদান এ উপন্যাসে আদ্যন্ত বিস্তৃত। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাস জুড়ে সত্যনিষ্ঠা ও অত্যাচারিতের পক্ষে পাঠকের মমত্ববোধের জাগরণ, সামগ্রিক বিপর্যয়ের মধ্যেও সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতি সর্বকালীন মানুষের আন্তরিক সমর্থনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই বিবেচনায় এই উপন্যাসটি কেবল সমকালীন জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণ নয়, বর্তমান থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে উত্তরণের পথ-সৃষ্টির সীমিত প্রয়াসও বটে।

Reference:

১. আখতার, শিরীণ, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৫
২. ইসহাক, আবু, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৯. আলী, মুহম্মদ ইদ্রিস, *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৪

১০. সৈকত, ফজলুল হক, ‘আবু ইসহাকের উপন্যাস : সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ’, *কথাশিল্পী আবু ইসহাক*, (ফজলুল হক সৈকত সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৩

১১. খান, রফিকউল্লাহ, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫০